দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 FEB 2018
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

চবিতে ছাত্রলীগের হামলা, ১৪ শিক্ষক বাস ভাঙচুর

শাটল ট্রেনের হোস পাইপ কর্তন, প্রক্টর, ডিন, অফিসসহ ১২ কক্ষ ভাঙচুর, অনুষ্ঠিত হয়নি ক্লাস-পরীক্ষা

■ চবি সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দফায় দফায় হামলা ও ভাঙচুর করেছে ছাত্রলীগের একাংশ। বন্ধ করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ধরনের ক্লাস ও পরীক্ষাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন এবং শিক্ষক বাস চলাচল। এসময় সাংবাদিকদের দুটি গাড়ি ও শিক্ষকদের ১৪টি বাস ভাঙচুর করা হয়। প্রক্টরের অফিস, কলা অনুষদের ডিনের অফিসসহ ১২টি কক্ষ ভাঙচুর করে ছাত্রলীগের নাছির গ্রুপের অনুসারীরা।

জানা গেছে, ছাত্রলীগের মহিউদ্দিন গ্রুপ ও নাছির গ্রুপের সংঘর্ষের জেরে গত সোমবার রাতে শাহজালাল ও শাহ আমানত হলে তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিশ। এ ঘটনায় দুটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার এবং আটজনকে আটক করে পুলিশ। হলে তল্লাশি ও আটকের ঘটনার প্রতিবাদে প্রক্টরের পদত্যাগ ও অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দেয় ছাত্রলীগ।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

চবিতে ছাত্রলীগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিকে, শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কর্মচারী নিয়োগে ছাত্রলীগের সুপারিশ না মানায় ছাত্রলীগ মঙ্গলবারের পূর্ব নির্ধারিত সিন্ডিকেট সভাকে টার্গেট করে ধর্মঘট ডাকে। যাতে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। এরই অংশ হিসেবে গতকাল সকালে শাটল ট্রেনটি ক্যাম্পাসে পৌঁছলে হোস পাইপ কেটে ফেলা হয়। বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেইটে তালা দিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে ছাত্রলীগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এক পর্যায়ে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ শুরু করে। এসময় একজনকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্রলীগ দফায় দফায় ১৬টি গাড়ি ভাঙচুর করে। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস ও জিমনেসিয়ামের কয়েকটি জানালাও ভাঙচুর করে তারা। অন্যদিকে দুপুর আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন অফিস, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের তিনটি রুম, নাট্যকলা বিভাগের ছয়টি রুমসহ মোট ১২টি কক্ষ ভাঙচুর করে ছাত্রলীগ।

ছাত্রলীগের এই অংশটি সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিনের অনুসারী হিসাবে ক্যাম্পাসে পরিচিত। তাদের নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি আলমগীর টিপু। এসব ঘটনার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আলমগীর টিপু বলেন, সোমবার রাতে প্রক্টরের উপস্থিতিতে ডিসির নির্দেশে চারবার সাধারণ শিক্ষার্থীসহ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি এবং প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করি।

হামলার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোহাম্মদ আলী আজগর চৌধুরী বলেন, হল তল্লাশির সময় যাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড পাইনি তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং কোনো শিক্ষার্থীকে মারধর করা হয়নি। বিনা কারণে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করছে এবং সাংবাদিকদের গাড়িসহ মোট ১৬টি গাড়ি ভাঙচুর করে। এছাড়াও তারা কলা অনুষদের ডিনের অফিসসহ মোট ১২টি কক্ষ ভাঙচুর করে। ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কি ব্যবস্থা নেবে-এ বিষয়ে তিনি বলেন, উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা শুনেছি ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য দাবি করছে। তাদের অসমর্থনীয় দাবি পূরণ করা হবে না।